48027 - হজ্ব পালনে ইখলাস

প্রশ্ন

হজ্ব আদায়রে ক্ষত্রেে একজন হাজী কভিাবে মুখলসি (আল্লাহর প্রতি একনষ্ঠি) হতে পারব? হজ্বরে সাথে যদি ব্যবসা কর, কছিু রোজগাররে ইচ্ছা করে এতে করে কি তার ইখলাস নষ্ট হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইখলাস বা আল্লাহর জন্য একনষ্ঠিতা য কোন ইবাদতরে ক্ষত্রেে শর্ত। আল্লাহর সাথে যদি অন্যকে অংশীদার করা হয় স ইবাদত কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলনে:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(অর্থ- অতএব, যব্যেক্তিতারপালনকর্তারসাক্ষাতকামনাকর, সযেনে, সৎকর্মসম্পাদনকরএবংতারপালনকর্তারএবাদতকোউকশেরীকনাকর।[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আল্লাহ তাআলা আরো বলনে:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(অর্থ- তাদরেকএছাড়াকোননর্দিশেকরাহয়নযি, তারাখাঁটমিনএকনষ্ঠিভাবআল্লাহরএবাদতকরব, নামাযকায়মেকরবএবংযাকাতদবে।এটাইসঠকিধর্ম।)[সূরা বাইয়নো, আয়াত: ০৫]

আল্লাহ তাআলা আরো বলনে:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

(অর্থ- অতএব, আপনি নষ্ঠিার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন।জনেে রাখুন, নষ্ঠিাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নমিত্তি।)[সূরা যুমার, আয়াত: ২-৩]

সহহি হাদসিে কুদসতিে এসছেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: আল্লাহ তাআলা বলনে: "আমি অংশীদারত্বি থকেে সম্পূর্ণ অমুখাপক্ষেী। যে ব্যক্তি কোন আমল করে এবং সে আমলরে মধ্যে আমার সাথে অন্যকওে অংশীদার করে আমি সে আমল ঐ অংশীদাররে জন্য ছড়েে দইে।" ইবাদত পালনে আল্লাহর জন্য নষ্ঠিাবান হওয়ার অর্থ হচ্ছ- আল্লাহর ভালবাসা, তাঁর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, তাঁর থকেে সওয়াব ও সন্তুষ্টি প্রাপ্তরি আশা ছাড়া অন্য কোন কছিু বান্দাকে ইবাদত পালনে অনুপ্রাণতি না করা। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলছেনে:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

(অর্থ- মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফরেদরে প্রতি কঠোর, নজিদেরে মধ্যে পরস্পর সহানুভূতশিীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদরেকে রুকু ও সজেদারত দখেবনে।)[সূরা ফাতহ, আয়াত: ২৯]

কোন ইবাদত-ই কবুল হবে না; সটো হজ্ব হোক অথবা অন্য কোন ইবাদত হোক যদি ইবাদতকারী মানুষকে দখোনোর জন্য ইবাদতটি করে থাকে। অর্থাৎ ইবাদতটি এজন্য করে যে, মানুষ দখেে বলবে: অমুক কতই না তাকওয়াবান!! অমুক কতই না ইবাদতগুজার!! ইত্যাদি। অনুরূপভাবে যদি ইবাদতটি পালনরে উদ্দশ্যে থাকে দশে দখো অথবা দশেরে মানুষকে দখো অথবা এজাতীয় অন্য কোন উদ্দশ্যে যা একনষ্ঠিতা বা ইখলাস বনিষ্টকারী তাহলে সে ইবাদত কবুল হবে না। তাই যারা বায়তুল্লাহর উদ্দশ্যে হজ্বযাত্রার নয়িত করনে তাদরে নয়িতকে আল্লাহর জন্য খাঁটি করা উচতি।মুসলমি বশ্বি দখো, ব্যবসা করা, অমুক প্রতবিছর হজ্ব করে অথবা এ জাতীয় অন্য কোন সুনাম প্রাপ্তরি উদ্দশ্যে যনে তাদরে নয়িতরে মধ্যে না থাকে। ব্যক্তরি নয়িত যদি হয় বায়তুল্লাতে হজ্ব করা, হজ্বে এসে ব্যবসা করে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বষেণ করতে কোন দোষ নইে। যহেতেু আল্লাহ তাআলা বলছেনে:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

(অর্থ- তোমাদরে উপর তোমাদরে পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বষেন করায় কোন পাপ নইে।)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৮]

যদি তার নয়িতে ব্যবসা ও রোজগার ছাড়া অন্য কছিু না হয়ে থাকতোহলে তার ইবাাদতরে ইখলাস তথা নষ্ঠিা নষ্ট হবে। যার উদ্দশ্যে এ রকম হবে সে ব্যক্তি আখরোতরে আমল দয়িে দুনয়িা কামাই করার ইচ্ছা করছে। এই ইচ্ছা তার আমল নষ্ট করে দবিে অথবা ব্যাপকভাবে তার আমলকে ক্ষতগ্রিস্ত করব। আল্লাহ তাআলা বলনে:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

(অর্থ- যে কউে পরকালরে ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সইে ফসল বাড়য়িে দইে। আর যে ইহকালরে ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কছিু দয়িে দইে এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না।)[সূরা শুরা, আয়াত: ২০] সমাপ্ত।